বিজেপি

কলকাতা জিতবে জিতবে বিজেপি

এবার আমাদের কলকাতা জিতবে

কলকাতার প্রিয় নাগরিকবৃন্দ, কলকাতা শুধুমাত্র একটি শহর নয়, কলকাতা এক আবেগের নাম - এমন এক আবেগ যা সাহিত্য, সংস্কৃতি, সম্প্রীতি এবং ভ্রাতৃত্বের প্রতীক। আজ কলকাতা এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে দাঁড়িয়ে, যেখানে নাগরিকদের একটি সাহসী সিদ্ধান্ত কলকাতার আসল পরিচয়, কলকাতার হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে পারে। একসময়ে এই শহরের মেয়র ছিলেন প্রেসেডেন্সি কলেজের প্রাক্তনী সুভাষ চন্দ্র বসুর মতো ব্যক্তিত্ব আর বর্তমান মেয়রকে দুর্নীতির জন্য প্রেসিডেন্সি জেলে যেতে হয়েছিল। এখন সময় একটি ঐক্যবদ্ধ অঙ্গীকার নেওয়ার-স্বৈরাচারী, অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে অঙ্গীকার, যারা নিজেদের স্বার্থের জন্য এই প্রিয় শহরকে অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে। এই শহরকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয় থেকে পুনরুজ্জীবিত করে ভবিষ্যতের শহর হিসাবে গড়ে তুলতে, আমরা পরিকল্পনা করেছি (স্বাস্থ্য কলকাতা, স্বচ্ছ কলকাতা, শিক্ষিত কলকাতা, সুরক্ষিত কলকাতা, সাংস্কৃতিক কলকাতা, সবার কলকাতা)।

এবার স্বাস্থ্য জিতবে

1. নাগরিকদের সর্বোত্তম স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করতে আমরা পাড়া চেম্বার স্থাপন করব।
2. অপর্যাপ্ত পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের জন্য, কেন্দ্রীয় সরকারের 'হর ঘর জল প্রকল্প' এবং 'AMRUT প্রকল্প' -এর সুবিধা সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে।
3. ম্যালেরিয়া এবং ডেঙ্গু প্রতিরোধে বর্ষার আগে বাধ্যতামূলকভাবে ধোঁয়ার মাধ্যমে জীবানুনাশ প্রক্রিয়া চালানো হবে।
4. করোনা মোকাবিলায় এবং ভুয়ো ভ্যাকসিন চক্রের হাত থেকে নাগরিকদের বাঁচাতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে টিকাকরণ করা হবে।
5. শহরের দূষণ মোকাবিলায় 10টি স্মোগ টাওয়ার স্থাপন করা হবে।
6. শহর জুড়ে পর্যাপ্ত পরিষেবা নিশ্চিত করতে 108টি অ্যাম্বুলেন্স চালু করা হবে।
7. শ্মশান এবং কবরস্থানে স্বাস্থ্যবিধি এবং মর্যাদা নিশ্চিত করতে একটি পৃথক বিভাগ স্থাপন করা হবে।

এবার স্বচ্ছতা জিতবে

1. আমাদের লক্ষ্য স্বচ্ছ ভারত 2.0-র আওতায় কলকাতাকে শীর্ষস্থানে নিয়ে যেতে,
* কলকাতায় প্রতিটি বাড়িতে যেন শৌচাগার থাকে, তা নিশ্চিত করা হবে, শহরে পাবলিক টয়লেটের সংখ্যা দ্বিগুণ করা হবে * আবাসিক এবং বাণিজ্যিক ইউনিটগুলি থেকে 100% বর্জ্য পদার্থ সংগ্রহ নিশ্চিত করা হবে।
2. শহরে কার্যকারী কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা শুরু করা হবে।
3. সময়ে সময়ে ধাপার মাঠ পরিষ্কার করা এবং বর্জ্য ফেলার একটি বিক
4. হুগলি নদীর তীরবর্তী অঞ্চলগুলিকে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সহ সৌন্দার্যায়নের জন্য একটি নদী উন্নয়ন প্রকল্প শুরু করা হবে।
5. হুগলি নদী ও তার উপনদীগুলির নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা হবে।
6. কালীঘাটে আদিগঙ্গা নদীর অতীত গৌরব পুনরুজ্জীবিত করার জন্য শহরের বিভিন্ন খাল পরিষ্কার করে আবর্জনা ফেলা নিষিদ্ধ করা হবে।

এবার সুরক্ষা জিতবে

1. উন্নত মানের সড়ক পরিকাঠামো তৈরি করতে
* যানজট কমাতে পরিকল্পিত রাস্তা নিশ্চিত করা হবে * রাস্তায় যেন কোন গর্ত না থাকে, তা নিশ্চিত করতে সারা বছর ধরে নির্দিষ্ট সময়ে রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলবে * যানজটপূর্ণ রাস্তায় নতুন ওভার ব্রিজ নির্মাণ এবং দুর্ঘটনা এড়াতে ওভার ব্রিজের সময়মতো অডিট নিশ্চিত করা হবে।
2. বর্ষাকালে জমা জলের সমস্যা মেটাতে ব্রিটিশ যুগের নিষ্কাশন ব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করা হবে।
3. নিশ্চিত করা হবে যে কলকাতার সমস্ত আবাসনগুলিতে আগুন লাগার মতো জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য যেন যথাযথ পরিকাঠামো থাকে।
4. বর্ষাকালে দুর্ঘটনা এড়াতে সমস্ত ওভারহেড তারগুলির সঠিকভাবে পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা হবে।
5. শহর জুড়ে নতুন ফায়ার স্টেশন নির্মাণ করে এবং অত্যাধুনিক অগ্নিনির্বাপক প্রযুক্তির মাধ্যমে শহরের অগ্নি ও জরুরি প্রতিক্রিয়া বাহিনীকে শক্তিশালী করা হবে।
6. শহরে ঘটে চলা অপরাধ বিশেষ করে নারী ও শিশুদের উপর হওয়া অপরাধ দমন করতে কঠোর আইন-শৃঙ্খলা প্রয়োগ করা হবে।
7. কাটমানি নেওয়া থেকে শুরু করে স্থানীয় নেতাদের যেকোন দুর্নীতির অভিযোগের ভিত্তিতে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে একটি দুর্নীতি দমন দফতর তৈরি করা হবে।

এবার সংস্কৃতি জিতবে

1. সকল পাবলিক পার্কের সৌন্দর্যায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে একটি তহবিল গঠন করা হবে।
2. দুর্গা পুজোর প্রাণবন্ততাকে আন্তর্জাতিক মানচিত্রে স্থান দেওয়ার জন্য এই প্রকারে প্রচার করা হবে
*দুর্গা পুজো কমিটির সহযোগিতায় প্রতিমা তৈরি থেকে বিসর্জন পর্যন্ত এই শুভ উৎসবের যাত্রা প্রদর্শনের জন্য একটি যাদুঘর স্থাপন করা হবে *কলকাতার সমস্ত প্রধান প্যান্ডেলে সরকার-প্রত্যয়িত গাইডের সঙ্গে ট্যুর চালু করা হবে।
3. শহরের রাস্তাগুলির সৌন্দর্যায়নের জন্য স্থানীয় শিল্পী ও কলকাকুশলীদের নিযুক্ত করা হবে।
4. কলকাতার খাদ্য সংস্কৃতির প্রচারের জন্য একটি আন্তঃনগর ফুড সার্কিট তৈরি করা হবে।

এবার শিক্ষা জিতবে

1. পুরসভা পরিচালিত স্কুলগুলিতে অত্যাধুনিক কম্পিউটার এবং বিজ্ঞান গবেষণাগার সহ উন্নত পরিকাঠামো গঠন করা হবে।
2. সঙ্গীতের প্রতি আগ্রহ পূরণের জন্য প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।
3. কোনপ্রকার অসঙ্গতি ছাড়াই মিড ডে মিল বাস্তবায়িত করা হবে।
4. ক্রীড়াপ্রেমীদের জন্য অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক এবং আধুনিক সরঞ্জামসহ একটি ক্রীড়া কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে।

এবার সবাই জিতবে

1. "আমার কলকাতা" প্রকল্পের মাধ্যমে মেট্রো, লোকাল ট্রেন, ট্রাম এবং বাসের জন্য একটি ইউনিফাইড ট্রান্সপোর্ট কার্ড তৈরি করা হবে এবং সমস্ত পাবলিক ট্রান্সপোর্টের জন্য টিকিটিং সিস্টেমকে ডিজিটালে রূপান্তরিত করা হবে।
2. পার্কিং পদ্ধতিকে সহজ করার জন্য সমস্ত ভারী যানবাহন এলাকায় 10 তলার বহুতল পার্কিং স্পেস স্থাপন করা হবে।
3. ক্রেতাদেরকে প্রোমোটারের বিবরণী প্রদান নিশ্চিত করে অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে রিয়েল এস্টেট ক্রেতাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য একটি পৃথক আইনি দল গঠন করা হবে।
4. বসতি এলাকায় নিরাপত্তার জন্য একটি অডিট দল গঠন করা হবে এবং বসবাসের জন্য উপযুক্ত নয় সেই সমস্ত বসতি এলাকা গুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।
5. হকারদের চাহিদা ও উদ্বেগ মেটাতে আলাদা বিভাগ গঠন করা হবে। হকারদের জন্য প্রধানমন্ত্রী-স্বানিধি প্রকল্পের 100% বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হবে।
6. ভিক্ষাজীবীদের যথাযথ মর্যাদা দেওয়ার পাশাপাশি তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ নেওয়া হবে;

১৯শে ডিসেম্বর ২০২১ তারিখটি কলকাতায় একটি নতুন যুগ হিসেবে চিহ্নিত হবে - কলকাতা যেখানে রয়েছে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং রয়েছে জ্ঞান সমৃদ্ধি, যেখানে রয়েছে শাসন এবং পরিকাঠামো, যেখানে রয়েছে স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা নীতিনির্ধারণের কেন্দ্র। এই ধারণাগুলি শুধুমাত্র আমাদের কল্পনা নয়। আমরা কৃতিত্ব জানাই এই সুন্দর শহরের ভোটারদের যারা বর্তমান শাসকের থেকে ভয় না পেয়ে এগিয়ে এসে নতুন কলকাতার জন্য তাদের মতামত দিয়েছেন। বিজেপি তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। এটি প্রকাশের মাধ্যমে আমরা ১৯ ডিসেম্বরের পর কলকাতাবাসীর সমস্ত দাবি পূরণের শপথ নিচ্ছি। আমরা কলকাতাকে ভবিষ্যতের শহরে রূপান্তরিত করার এই প্রতিশ্রুতিকে পূরণ করার জন্য আমাদের সাহায্য করতে আপনার কাছে আবেদন করছি।

বিজেপিকে ভোট দিন
বিজেপি
Vote for BJP